বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২৫-২০২৬

প্রকাশকাল
জুন, ২০২৫

উপজেলা পরিষদ

জৈন্তাপুর, সিলেট

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৫
	বাণী	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভূমি	১১
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	১২
১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১৩
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১৪
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৪
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৫
১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১৫
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১৬
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৬
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৭
১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২১
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
২.২.১	ইউনিয়ন	২৩
২.২.২	সমাজসেবা	২৪
২.২.৩	বিআরডিবি	২৭
২.২.৪	কৃষি	২৯
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	৩১
২.২.৬	মৎস্য	৩৩
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩৪
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক	৩৫
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব	৩৭
২.২.১০	যোগাযোগ	৩৮
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	৩৮
২.২.১২	প্রাণী সম্পদ	৩৮
২.২.১৩	সমবায়	৩৮
২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩৯
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
৩.১	পরিকল্পনা কি	৪২
৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৩

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	৩.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল	৪৪
	৩.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ	৪৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
	৪.১ উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
	৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন	৫০
	৫.২ রুপকল্প নির্ধারণ	৫২
	৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
	৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
	৬.২ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
	৭.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৯১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
	৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য	৯২
	৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড	৯৩
	৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট	৯৪
	৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো	৯৬
৯.	নবম অধ্যায় (সচিত্র উপজেলা পরিষদ)	
	৯.১ উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন	৯৭
১০.	পরিশিষ্ট	
	১০.১ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা	১০১
	১০.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা	১২০



জর্জ মিত্র চাকমা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জৈন্তাপুর, সিলেট

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

জৈন্তাপুর উপজেলা সিলেট জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। জৈন্তাপুর উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই পুস্তিকা প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে জৈন্তাপুর বিশেষভাবে পরিচিত। প্রত্নতত্ব, নৃতাত্বিক এবং ভূতাত্বিক প্রেক্ষাপট বিশেষণ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র হিসেবে জৈন্তাপুর কে বর্ণনা করা যথোপযুক্ত । প্রাচীনকালে জৈন্তিয়া একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। জাইন্তিয়া শব্দ থেকে জৈন্তিয়া শব্দের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত নানা মত দিয়েছেন। প্রত্নতাত্বিক রাজমোহন নাথের মতে, যে জাইন্তিয়ার লোকেরা আদিতে টিন বংশের ছিলেন। চীন দেশ থেকে এসেছিল বলে তাদের সিটিং বলা হয়। সিন্টিং হতে জাইন্তিয়া শব্দ এসেছে। জাইন্তিয়া আদিবাসীগণ ঝুহঃবহমনামেও পরিচিত। ড.সুনীত কুমার চ্যাটার্জির মতে সিন্টেং শব্দ হতে জাইন্টেং শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। এবং সংস্কৃতকরণ বা আর্যকৃত হয়ে জৈন্তিয়া বা জাইন্তিয়া হয়েছে।

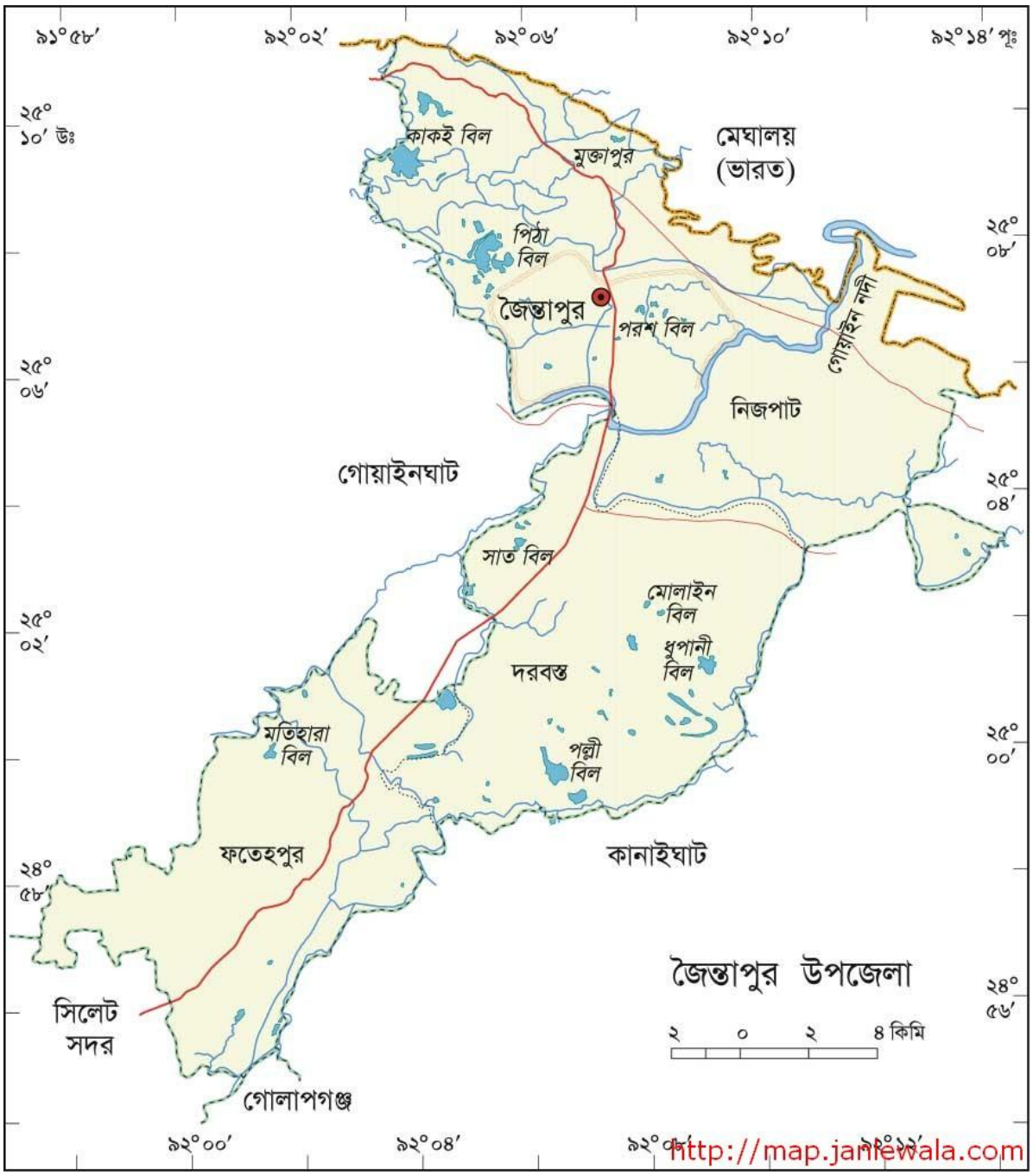
অনেকের মতেই জয়ন্তিয়া বা জাইন্তিয়া (খাসিয়া উচ্চারণ) শব্দটি সিন্টেং শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। টেং নামক আদি রাজমাতা হতেই জাইন্তিয়ার প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল। সম্ভবত জাইন্তিয়া শব্দটি খাসিয়াদের Youngteng(ইয়ংটেং) বা Youngtrai(ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে এসেছে। খাসিয়া ভাষায় ইয়ং অর্থ নিজ বা আপন এবং টেং হলো কোন আদিমাতার নাম বিশেষ। Youngtengএর অর্থ হলো টেং- এর দেশ ব আপন ভূমি। আদি জাইন্তিয়া ইয়ান্ত নামেই পরিচিত ছিল।

ইয়ান্ত শব্দটি (ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করতে পারে। ইয়াংট্রাই অর্থ স্বদেশ বা আদিভূমি বা নিজ ভূমি। মধ্যযুগ পর্যন্ত আ-খাসিয়াগণ জয়ন্তিয়াপুরের রাজধানী জয়ন্তিয়াপুর কে নিজ পাট বলে ডাকত। তাছাড়া সিন্টেং জাইন্তিয়ার আদিবাসী পারু নামে অভিহিত হতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পার কথাটির অর্থ হলো নিজ। অহংকার করে নিজেকে স্বদেশের উত্তরাধিকারী বোঝাতে পার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পার এর অর্থবোধক শব্দ হলো আদি অধিবাসী। তাই বলা যায় যে খাসিয়াদের নিজ দেশ বলতেই ইয়ান্তা বা জাইন্তিয়া বা জয়ন্তিয়া শব্দটি ব্যবহৃত করা হয়েছে। জাইন্তিয়ার আদিবাসীকে বোঝাতে পার- এর অ-আদিবাসীকে বুঝাতে ডিখার বা রায়ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই জাইন্তিয়াপুরের রাজধানীকে জাইন্তিয়া পার বলা হতো। জাইন্তিয়া পার হতেই জাইন্তিয়াপুর বা জয়ন্তিয়াপুর অতঃপর জৈন্তাপুর নামকরণ করা হয়েছে।

একসময়ে জৈমত্মাপুর উপজেলা তিনটি পরগনা ও দুইটি ইউনিয়নে বিভক্তি ছিল। ১৯৬০ সালে ১নং নিজপাট ও দরবস্ত ইউনিয়ন সময়ের বিবর্তনে জৈন্তাপুর থানাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে উপজেলা হিসাবে উন্নীত করা হয়। এদিকে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুন জৈন্তাপুর থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সিলেটের মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুস সমাদ, সি এস পি। ১৯৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মরহুম আব্দুস ছাত্তার জৈন্তাপুর থানাকে প্রশাসনিক উপজেলা হিসেবে উদ্বোধন করেন। ১৯৮৫ সালের ২৭শে এপ্রিল জৈন্তাপুর থানার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই.জি.পি) জনাব ই.এ চৌধুরী। ১৯৮৬ সালের ২৭শে মে নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহমদ। স্বাধীনতা উত্তর জৈন্তাপুর- গোয়াইনঘাট উপজেলা নিয়ে ২৩১-সিলেট-৪ সংসদীয় আসন করা হয়। ১৯৮৯ সালে গোয়াইনঘাট উপজেলার কিছু অংশ বর্তমান ফতেপুর, চিকনাগুল ইউনিয়ন জৈন্তাপুর উপজেলার সাথে সংযুক্ত করা হলে জৈন্তাপুর উপজেলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে ১নং নিজপাট ইউনিয়নকে ভেঙ্গে ৩নং চারিকাটা ও ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন করা হয় এবং ২০০২ সালে ৫নং ফতেপুর ইউনিয়ন ভেঙ্গে

৬নং চিকনাগুল ইউনিয়ন করা হলে বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে পরিণত হয়। প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আলহাজ্ব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

জৈন্তাপুর উপজেলার মানচিত্র।



উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহ

সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর উপজেলা ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন সমূহ নিম্নরুপ:

ক্রনং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	অবস্থান	ওয়েব এড্রেস	চেয়ারম্যানের নাম ও মোবাইল নম্বর
০১	১নং নিজপাট ইউনিয়ন পরিষদ	নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://nijpatup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ এন্তাজ আলী ০১৭১০-৯৮৪০০৩
০২	২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	চানঘিল, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://jaintapurup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম ০১৭২৮১০৭৬৫০
০৩	৩নং চারিকাটা ইউনিয়ন পরিষদ	চারিকাটা, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://charikathaup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ সুলতান করিম ০১৭১৬১১৯৭৭৪
০৪	৪নং দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদ	দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://darbastup.sylhet.gov.bd	জনাব বাহারুল আলম বাহার 01716-159380
০৫	৫নং ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ	হরিপুর, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://fatehpurup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ রফিক আহমদ ০১৭১৬৯৫৮৭১০
০৬	৬নং চিকনাগুল ইউনিয়ন পরিষদ	চিকনাগুল, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://chiknagulup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী ০১৭৩৫৩২৯০০৩

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিনঃ

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সেনগ্রাম দরবস্ত এর বাসিন্দা তিনি। তিনি তাহার মানব সেবার মহত পেশা দিয়ে এলাকার দরিদ্র মানুষের সেবা করে আসছেন।

জনাব মোঃইয়াকুব আলীঃ

মা- বাবার একমাত্র সন্তান ইয়াকুব আলী। তিনি শিক্ষানোরাগী হিসেবে পরিচিত। এলাকার ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তাহার বিকল্প নেই। তিনি জৈন্তাপুর উপজেলা ৬নং চিকনাগুল ইউনিয়নের উমনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাহার নিরলস অবদানের জন্য এলাকায় আজ শিক্ষার হার ৮০%। তিনি নিজ এলাকায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ এবং একটি কলেজ স্তাপন করে এলাকার দরিদ্র ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তার অবদান অসামান্য।

দর্শনীয় স্থান:

#	শিরোনাম	স্থান	কিভাবে যাওয়া যায়
১	নাজিমগড় রিসোর্ট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	জৈন্তাপুর থেকে নৌকা , স্পীড বোর্ড গাড়ি যোগে সরাসরি যাওয়া যাই।

#	শিরোনাম	স্থান	কিভাবে যাওয়া যায়
২	লালাখাল, জৈন্তাপুর, সিলেট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	সিলেট শহর হতে জাফলং/তামাবিল সড়কে ৩৮ কি.মি. আসলেই সারিঘাট বাজার। সেখান থেকে ৭কি.মি. সড়কপথে গেলে লালখাল যাওয়া যায়।

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ

খাসিয়া গান এবং খাসিয়া নাচ বিনোদনের অনন্য উপকরন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে জৈন্তাপুরের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল বিজয়ী স্কুলের নাম নিশিন্তপুর রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত।এটি জৈন্তাপুরের একটি ঐতিহাসিক অর্জন। উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য কোন স্টেডিয়াম না থাকলেও উপজেলার সর্বত্র খোলা মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে বছরের শুর“তে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ফেডারেশন মাঠ। প্রতি বছর এ ফেডারেশন মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) গোল্ডকাপ ফুটবল,

(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ,

(গ)ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,

(ঘ) প্রতি বৎসর ভলিবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়

(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

ভৌগলিক পরিচিতি

জৈন্তাপুর ২৫-০০ হতে ২৫-১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২-০৩ হতে ৯২-১৪ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য,দক্ষিনে কানাইঘাট এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কানাইঘাট উপজেলা এবং পশিমে গোয়াইনঘাট ও সিলেট সদর উপজেলা।

নদ-নদী

পাহাড়-টিলায় বেস্টিত জৈন্তাপুর উপজেলা সারী নদী এবং বরগাং উল্লেখযোগ্য দুটি নদী। এছাড়াও জৈন্তাপুর উপজেলাধীন হরিপুর এ কাপনা নদী অবস্থিত। সারী নদীর অপার সৈন্দর্য্য দেখতে প্রতিদিন হাজারও দর্শক সারীঘাট নামক এলাকায় ভীড় জমান।

ব্যবসা-বানিজ্যঃ

সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পার্শ্বে এবং তামাবিল স্থল বন্দরের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় জৈন্তাপুর উপজেলা ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।জৈন্তাপুরের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবসা-বানিজ্যগুলো হলো:-

১। কয়লা ব্যবসা

২। পাথর ব্যবসা

৩। বালু ব্যবসা

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

১। সাধারণ তথ্যাবলীঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
১.	আয়তন	২৬৩ বঃ কিঃ/ ৯৯.৮৮ বঃ মাঃ
২.	উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল	১৪/০৯/১৯৮৩ খ্রিঃ
৩.	জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব	৪৩ কিঃ মিঃ
৪.	ইউনিয়ন সংখ্যা	০৬ টি
৫.	মৌজার সংখ্যা	১৬২ টি
৬.	গ্রামের সংখ্যা	১৮২ টি
৭.	মোট লোক সংখ্যা	১,৬১,৭৪৪ জন (প্রায়) **পুরুষ- ৮০৭৬৯ জন এবং মহিলা-৮০৯৭৫ জন (প্রায়)**
৮.	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪৭০ জন বঃ কিঃ মিঃ / ১২১৬ জন বর্গমাইলে
৯.	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	মোট=২.১৪%, পুরুষ -২.৩৫%, মহিলা-১.৯২%
১০.	মোট পরিবার সংখ্যা	২৫,১১৩ টি
১১.	মোট উপজাতি লোকসংখ্যা	২১৯৯ জন, পরিবার- ৩৪৯ টি (আঃ শুঃ-২০১১)
১২.	পুলিশ স্টেশন	০১ টি
১৩.	বিজিবি ক্যাম্প	০৩ টি
১৪.	ব্যাংকের শাখা	০৭ টি
১৫.	খাদ্য গুদাম	০৪ টি
১৬.	হাট/ বাজার	০৪ টি
১৭.	সিলেট গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র	০২ টি
১৮.	পিকনিক কেন্দ্র	০১ টি
১৯.	গবেষণা কেন্দ্র	০১ টি (সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র)
২০.	চা বাগান	০৬টি
২১.	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৫৭ টি
২২.	বিদ্যুতায়িত পরিবার	২২১৯ টি
২৩.	ক্ষুদ্র শিল্প (স্টোন ক্রাশিং)	৬৮ টি (স্টোন ক্রাশার মেশিন)
২৪.	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৭৪৩ টি

০২। যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
২৫.	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য	৩৯৪ কিঃ মিঃ (পাকাঃ ৭৮কিঃ মিঃ, কাঁচাঃ ৩১৭ কিঃ মিঃ, কাঁচা বাঁধ-১০ কিঃ মিঃ)
২৬.	মোট নদীর সংখ্যা	০২টি
২৭.	ডাকঘরের সংখ্যা	০৫টি
২৮.	টেলিফোন একচেঞ্জ	০১টি (সরকারি)
২৯.	মোট ব্রিজ/ কালভার্ট সংখ্যা	৮৬ টি (দৈর্ঘ্য-২৮৪মিটার)

০৩। <u>শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক তথ্যঃ</u>

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৩০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	--
৩১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২ টি
৩২.	রেজিঃ সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৩.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৪.	বে-সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা	২০,০১০ জন
৩৬.	ছাত্র	৯,৬৫১জন
৩৭.	ছাত্রী	১০,৩৫৯ জন
৩৮.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	৩৯৭ জন (শিক্ষক = ১৮২ জন, শিক্ষিকা =২১৫ জন)
৩৯.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫ টি (সরকারী- ০১ টি সহ)
৪০.	ছাত্র / ছাত্রী	১০,৫৮৬ জন (ছাত্র- ৪,৮০২, ছাত্রী- ৫,৭৮৪ জন)
৪১.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১৫৪ জন (পুরুষ - ১২০ জন , মহিলা- ৩৪ জন)
৪২.	কলেজের সংখ্যা	০৫ টি (মহিলা- ০১টি , কারিগরি - ০১টি)
৪৩.	ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা	৪,৫০৪ জন (ছাত্র -২,৬৯০ , ছাত্রী- ১,৮১৪ জন)
৪৪.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১২৮ জন (পুরুষ-৮৮ , মহিলা -৪০ জন)
৪৫.	মাদ্রাসার সংখ্যা	০৪ টি (আলিম-০১টি , দাখিল- ০৩ টি)
৪৬.	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	১১২৭ জন (ছাত্র-৪৭৭, ছাত্রী- ৬৫০ জন)
৪৭.	শিক্ষক/ শিক্ষিকার সংখ্যা	৪৫ জন (পুরুষ-৪০, মহিলা-০৫ জন)
৪৮.	কওমী (বে-সরকারী) মাদ্রাসার সংখ্যা	৫৯ টি
৪৯.	মসজিদের সংখ্যা	৩৭৬ টি
৫০.	পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা	০১ টি
৫১.	শিক্ষার হার	৪১.২% (প্রায়) (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)
৫২.	কিন্ডার গার্টেন সংখ্যা	১২ টি

০৪। <u>স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ</u>

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৫৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেন্নক্স	০১টি
৫৪.	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬ টি
৫৫.	ডাক্তারের সংখ্যা	১৬ জন (বর্তমানে কর্মরত -০৯ জন)
৫৬.	নার্সের সংখ্যা	০৭ জন (বর্তমানে কর্মরত-০৬ জন)
৫৭.	মেডিকেল এসিস্টেন্ট	০২ জন (বর্তমানে কর্মরত -০১ জন)
৫৮.	রেজিঃ পলস্নী চিকিৎসক	০০ জন
৫৯.	আমত্মঃ/ বহিঃ বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা	২১০ জন
৬০.	সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	২৯,৩৭৮ জন
৬১.	জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর সংখ্যা	২২,৯৬৪ জন
৬২.	অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৮,২৮৩ জন
৬৩.	স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,৬৩৬ জন
৬৪.	জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর শতকরা হার	৭৮.২০%
৬৫.	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দাই সংখ্যা	--
৬৬.	এম্বুলেন্স	০১ টি

০৫। <u>জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ</u>

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৬৭.	নলকূপের সংখ্যা	১৪৪৫ টি।
৬৮.	**আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পের বরাদ্ধকৃত নলকুপের সংখ্যা**	২৩ টি

৬৯. পাকা পায়খানা	১৪,৭৯৮ টি
৭০. কাঁচা ও অন্যান্য পায়খানা	৪,৮৩৬ টি
৭১. স্যানিটেশনের হার	৮২.৮১%

০৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৭২. উপজেলা ভূমি অফিস	০১ টি
৭৩. ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৩ টি
৭৪. অর্পিত সম্পত্তি	৬৪১ একর (বন্দোবসত্মকৃত-১৯৬ একর)
৭৫. সরকারী কৃসি খাস জমি	১০৮৪৯ একর
৭৬. সরকারী অকৃসি খাস জমি	৬২১০.৯৮একর
৭৭. বন্দোবসত্মকৃত খাস জমি	৩০৯২.৭৭ একর
৭৮. বন্দোবসত্মযোগ্য খাস জমি	৪৯৭৮.২৩ একর
৭৯. অদর্শগ্রাম /গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প	০৫টি

০৭। কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৮০. মোট জমির পরিমাণ	২৫,৮৮০ হেক্টর
৮১. মোট কৃষি জমির পরিমাণ	১৭,৮৮৩ হেক্টর
৮২. এক ফসলি জমির পরিমাণ	৪,৫০০ হেক্টর
৮৩. দু'ফসলি জমির পরিমাণ	১২,৫০০ হেক্টর
৮৪. তিন ফসলি জমির পরিমাণ	৮৮৩ হেক্টর
৮৫. অকৃষি জমির পরিমা্ণ	১৬,১৭৬ একর
৮৬. মোট বন এলাকা	১,৪৪৭ হেক্টর
৮৭. মোট খাদ্য উৎপাদন	৩৬,৩০০ মেঃ টন
৮৮. মোট খাদ্য চাহিদা	২৬,২৭৫ মেঃ টন
৮৯. মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০,০২৫ মেঃ টন।

০৮। মৎস্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯০. মোট বিলের সংখ্যা	৬৭ টি
৯১. মোট দিঘির সংখ্যা	০২ টি
৯২. মোট পুকুরের সংখ্যা	৩,২৫৮ টি
৯৩. বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন	২৪২১.৯৪ মেঃ টন

০৯। প্রাণি সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯৪. প্রাণি চিকিৎসালয়	০১টি
৯৫. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	০১টি
৯৬. হাঁসের খামার	৫০টি
৯৭. মোরগ/ মুরগীর খামার	১১টি
৯৮. হাঁসের সংখ্যা	৫০,২৮০ টি
৯৯. মোরগের সংখ্যা	১,৮৩,৩০২ টি
১০০.ডেইরী ফার্ম সংখ্যা	০৪ টি

১০। নির্বাচন সংক্রামত্ম তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
১০১. মোট ভোটার সংখ্যা	**৭৭,৫৩০ জন**
১০২. পুরুষ	**৩৭,৯৭৬ জন**
১০৩. মহিলা	**৩৯,৫৫৪ জন**

১০৪. মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা **৩২ টি**
১০৫. মোট ভোটার এলাকার সংখ্যা **১৮১ টি**
১০৬. সর্বশেষ ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে **০৮/০৬/২০১১**
১০৭. নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের সংখ্যা **০৬ জন**
১০৮. নির্বাচিত ইউপি সদস্যের সংখ্যা **৫৪ জন**
নির্বাচিত সংরক্ষিত ইউপি মহিলা সদস্য
১০৯. সংখ্যা **১৮ জন**

১১. উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারঃ ০১টি।
১২. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারঃ ০৬টি। সকল ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার চালু আছে।
১৩. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা মোটঃ ১১ জন।

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	২	১
৫	জিপ চালক	১	০	১
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	১	১	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	০

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।

- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উ্দ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা

হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- *উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা*

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও

ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

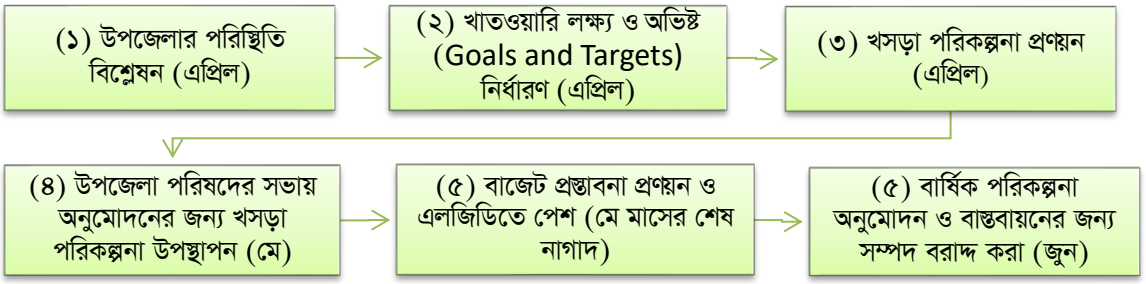
- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা ছড়ান্ন করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি/ অবকাঠামোগত ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	ইউজিডিপি প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৬০০০০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	০০০০
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	১০০,০১,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	০০০০০
৫	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৬,১৬,৬২,১৯৭.০০
৬	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP)	৫০,০০,০০০.০০

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ও সেবারমান বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	২০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	১৭৫ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	১৫০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	১৫০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৩০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	(বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ৬ টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। এলাকায় ১ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ১৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ৮০ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ১৫০ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী ২। ৩০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে

				৩। ২০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৩০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৪০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ২০০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ১০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,১০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৮ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ৪০ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১৫০ টি উঠান বৈঠক ২। ৩৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ১২ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর,২০২৪

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		

৬.১ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি + রাজস্ব উদ্বৃত্ত)'র আওতায় সম্ভাব্য বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ

উপজেলাঃ জৈন্তাপুর জেলাঃ সিলেট ।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অবস্থান	বরাদ্দকৃত টাকা	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
০১	গোয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষ/ভবন নির্মান।	নিজপাট ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
০২	গোয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষ/ভবন নির্মান (অবশিষ্ট অংশ)।	নিজপাট ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
০৩	ইমরান আহমদ সরকারী কলেজে অভিবাধন মঞ্চ নির্মান।	নিজপাট ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৪	সারীঘাট নয়াখেল চৈতাভূই রাস্তায় কৃষ্ণ বাবুর দোকানের সামনা হতে ডালিমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করন।	নিজপাট ইউপি	৪,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৫	লামনীগ্রাম উত্তর মহল্লা অথ্যাৎ নেতা শুক্কুর সাহেবের গ্রামের পাশে নয়াগাং এর উপর ঘাট নির্মাণ।	জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৬	১নং লক্ষীপুর জামে মসজিদের পাশে ঈদগাহের নিচ সিসি ঢালাই।	জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৭	২৪পাড়া মৌজার বৈঠক খানার ছাদ ঢালাই।	জৈন্তাপুর ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
০৮	ভিত্রিখেল ঘাংপার সিদ্দেক মিয়ার বাড়ীর সামনে কাটাগাং এর উপর [illegible]	জৈন্তাপুর ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৯	চতুল - লালাখাল রাস্থায় চারিকাটা নয়াবাজার সংলগ্ন সফর আলীর দোকানের সামনা হইতে ব্রীজ অভিমূখী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	চারিকাটা ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
১০	কেলেসিং বাজার হইতে থুবাং নয়াবাজার রাস্তায় সুহাদার বাড়ির উত্তরে রাস্তায় ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মাণ।	চারিকাটা ইউপি	২,৫০,০০০.০০	পিআইসি
১১	বালিদাড়া - নকিরবন্দ রাস্তায় রহমানের বাড়ির উত্তরে রাস্তার ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মান।	চারিকাটা ইউপি	১,৪০,০০০.০০	টেন্ডার
১২	বালিদাড়া - নকিরবন্দ রাস্তায় রহমানের বাড়ির দক্ষিনে রাস্তার ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মান।	চারিকাটা ইউপি	১,৪০,০০০.০০	টেন্ডার
১৩	চতুল লালাখাল রাস্তায় ভিত্রিখেল পূর্ব লিয়াকতের বাড়ির সামনে ভাঙ্গা রাস্তা এইচবিবি দ্বারা মেরামত।	চারিকাটা ইউপি	১,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১৪	দক্ষিন দরবস্ত আব্দুল আজিজের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	দরবস্ত ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১৫	মুটগুঞ্জা রাস্তা কোনা হতে খেলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	দরবস্ত ইউপি	৪,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১৬	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলমারী বিতরন।	দরবস্ত ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৭	দরবস্ত আল মনসুর মাদ্রাসার রাস্তা সিসি ঢালাই।	দরবস্ত ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৮	৫নং ওয়ার্ডের ফতেহপুর সাহেব বাজার রাস্তার মুখ হতে আনোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	ফতেহপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৯	০৯নং ওয়ার্ডের শিকার খাঁ উত্তরটুল রাস্তার ৮নং কূপের টিলা হইতে সেলিমের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত সিসি ঢালাই ও ৫ ইঞ্চি সেইভ ওয়াল।	ফতেহপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২০	৪নং ওয়ার্ডের মৌলভী আং সাত্তার সাহেবের বাড়ি হইতে কাইতগ্রাম সমসছুর উদ্দিনের দোকান পর্যন্ত ইট সলিং।	ফতেহপুর ইউপি	৪,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২১	উপর শ্যামপুর মৌলভী লিয়াকত এর বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	ফতেহপুর	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
২২	আব্দুর রহমানের বাড়ির সামনা হতে সমসুর উদ্দিনের বাড়ির পূর্বের গার্ডওয়াল পর্যন্ত গার্ডওয়াল নির্মাণ।	ফতেহপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি
২৩	৯নং ওয়ার্ডের বারিক মিয়ার বাড়ির সামন হতে আসাদ মিয়ার বাড়ির অভিমূখী রাস্তায় ছড়ার পশ্চিম পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২৪	৭নং ওয়ার্ডের ইসমাইল মিয়ার বাড়ির সামনের ছড়ার উপর বক্স কালবার্ট নির্মাণ	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২৫	৯নং ওয়ার্ডের নুরের বাড়ির সামনের রাস্তার অভিমূখী ছড়া উপর বক্স কালবার্ট নির্মাণ	চিকনাগুল ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২৬	চিকনাগোল ইউনিয়ন অফিস কমপ্লেক্স এর আঙ্গিনা সিসি ঢালাই।	চিকনাগুল [illegible]	৩,০০,০০০.০০	পিআইসি

২৭	দীঘিরপার মেইনরোড থেকে খাজারমোকাম বাজার পর্যন্ত রাস্তা	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
২৮	সারীঘাট মহিলা মাদ্রসার সামনের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	নিজপাট ইউপি	২,৫০,০০০.০০	পিআইসি
২৯	জৈন্তাপুর রাজবাড়ী খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র-নৃ-ত্বাত্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে স্থাপিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার সংস্কার এবং কম্পিউটার মেরামত।	নিজাপট ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৩০	উমনপুর পাহাড় মসজিদ হইতে মালেক আহমদ এর দোকান পর্যন্ত ইট সলিং করণ।	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৩১	উত্তর মহাইল পূজা মন্ডপের রাস্তা সিসি ঢালাই।	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩২	চিকারখাল ব্রীজ হইতে খারুবিল রাস্তা অভিমূখী ইট সলিং করণ।	জৈন্তাপুর [illegible]	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩৩	জৈন্তাপুর উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার সরবরাহ।	সমগ্র উপজেলা	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
		মোট টাকা	৮৫,৮০,০০০.০০	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অবস্থান	বরাদ্দকৃত টাকা	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
০১	সারীঘাট মহিলা মাদ্রাসা মসজিদের সম্মুখে গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
০২	সারীঘাট উত্তরপারের শাহী ঈদগাহ এর সামনের মাঠ সিসি ঢালাই	নিজপাট ইউপি	৬,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৩	নিজপাট ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই [illegible]	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
০৪	নিজপাট ইউনিয়নের বিভিন্ন ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন।	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
০৫	ফুলবাড়ী নুরুল ইসলামের বাড়ির সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৬	জৈন্তাপুর তোহাশিহাটি খাসিয়া সেবা সংঘের অফিস মেরামত ও রং	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৭	কমলাবাড়ী বশির মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই।	নিজপাট ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
০৮	কেন্দ্রী কাঁঠালবাড়ী খুরশেদ মিয়ার বাড়ীর সামনে ড্রেইন নির্মাণ।	জৈন্তাপুর ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
০৯	বাউরভাগ মল্লিফৌদ আল রাসাদ মাদ্রাসার পাশে গ্রামীন বৈঠকখানা	জৈন্তাপুর ইউপি	৫,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১০	খারুবিল ইউপি রাস্তা হইতে খারুবিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি	জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
১১	চাতলারপার আলালের বাড়ীর পুর্বে মসজিদের সামনে গ্রামীন রাস্তা	জৈন্তাপুর ইউপি	১,০০,০০০.০০	পিআইসি
১২	বিড়াখাই গ্রাম হইতে বিড়াখাই মাদ্রাসা আসার পথে ওয়াপদা সংলগ্ন খালে কালভার্ট নির্মাণ।	জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১৩	বিলাস মিয়ার বাড়ীর সামনা হইতে আলী আহমেদ এর বাড়ীর অভিমুখী রাস্তা সিসি ঢালাই ।	জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
১৪	২নং লক্ষীপুর গুলজারুল উলুম মাদ্রাসার সাথে এলাকার বৈঠক খানার নীচ সিসি ঢালাই।	জৈন্তাপুর ইউপি	১,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৫	পূর্ব সরুখেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুর্বে রাস্তার ভাঙ্গায় কালভার্ট	চারিকাটা ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৬	মন্তইল নয়াখেল রাস্তায় আয়ুব আলীর বাড়ির পশ্চিমে রাস্তায়	চারিকাটা ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৭	নয়াখেল কচুপাড়া রাস্তায় হারুনের জমির নিকট রাস্তার ভাঙ্গায়	চারিকাটা ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
১৮	পশ্চিম সরুখেল মেইন রাস্তায় আবুলের দোকানের সামনা হইতে অলিউর রহমানের দোকানের নিকট পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা [illegible]	চারিকাটা ইউপি	৬,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
১৯	পশ্চিম সরুখেল মেইন রাস্থায় নছিরের দোকানের নিকট হইতে রুহুলের দোকানের নিকট পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	চারিকাটা ইউপি	৬,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
২০	করগ্রাম-চাল্লাইন রাস্তা হতে করগ্রাম শফিক ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা [illegible]	দরবস্ত ইউপি	১০,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২১	মানিকপাড়া ময়নুল মেম্বারের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
২২	আব্দুল লতিফ জুলেখা গার্লস হাইস্কুলে ডেক্স বেঞ্চ বিতরণ।	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
২৩	ভিতরগ্রাম জাকারিয়া বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
২৪	সরুফৌদ গোরস্থানের রাস্তা সিসি ঢালাই	দরবস্ত ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি

২৫	হাউদপাড়া মাঝর মসজিদের সামনা হতে মালিক মিয়ার বাড়ির সামনা পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	ফতেহপুর ইউপি	৬,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
২৬	মুতলিব মেম্বারের বাড়ির সামনা হতে খলিল মিয়ার সামনা পর্যন্ত	ফতেহপুর	৬,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
২৭	হেমু হাউদপাড়া বিলাল মিয়ার বাড়ির সামনা পূর্বের ড্রেইন হইতে আলীম উদ্দিনের বাড়ির সামনা পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ।	ফতেহপুর ইউপি	১,৫০,০০০.০০	টেন্ডার
২৮	হেমু তিনপাড়া রাস্তার সামনা হতে হাউদপাড়া রাস্তার পূর্বের ইট সলিং পর্যন্ত হেরিং বোন বন্ড।	ফতেহপুর ইউপি	২,৫০,০০০.০০	টেন্ডার
২৯	শিকারখাঁ উত্তরটুল রাস্তার সামনা হতে সমসছুর উদ্দিনের বাড়ি	ফতেহপুর	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩০	পশ্চিম চটি তেরা মিয়ার বাড়ি হইতে পশ্চিম চটি জামে মসজিদ অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং।	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩১	কহাইগড় শাহপরান ফিলিং স্টেশন এর সম্মুখ দিয়ে তামাবিল রাস্তা হইতে আব্দুল খালিক এর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং।	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩২	গ্যাস ফিল্ডস এর সম্মুখ দিয়ে পাটনিপাড়া অভিমুখী রাস্তা ইট	চিকনাগুল	২,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩৩	কহাইগড় হাসিম মার্কেট হতে কুতুব উদ্দিন মার্কেট অভিমুখী রাস্তায় নজমুল ইসলাম এর বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্বে গার্ড ওয়াল	চিকনাগুল ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৩৪	পূর্ব কহাইগড় ব্রিজ হইতে মদিনা মসজিদ অভিমুখী রাস্তা ইট	চিকনাগুল	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৩৫	কহাইগড় শাহজালাল কলেজ সংলগ্ন মাছুমের বাড়ি হইতে মোঃ আসাদ আহমদের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং।	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৩৬	দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন	সমগ্র উপজেলা	৩,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৩৭	কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ	সমগ্র উপজেলা	১,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৩৮	ভেলিবিল, গোফরাজান জলমহাল ও হাওতলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্ত করন	নিজপাট ইউপি	১,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৩৯	রামপ্রসাদ সরুখেল রাস্তার ভাঙ্গা মেরামত	চারিকাটা ইউপি	২,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৪০	নিজপাট ও জৈন্তাপুর ইনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ	নিজপাট ও জৈন্তাপুর ইউপি	৩,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৪১	জৈন্তাপুর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন	সমগ্র উপজেলা	৩,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৪২	ডিবির হাওড়ে বিজয় সিংহের সমাধি সিঁড়ি ও বৈঠকখানা নির্মাণ	নিজপাট ইউপি	১০,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৪৩	ডিবির হাওড় এলাকায় বৃক্ষরোপন	নিজপাট ইউপি	৫,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৪৪	চা বাগানের শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গৃষ্টোদের শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ ও ছাতা/শিক্ষা সামগ্রী বিতরন।	সমগ্র উপজেলা	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৪৫	আন্তঃ মাধ্যমিক ফুটবল টূর্নামেন্টের আয়োজন/ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন।	সমগ্র উপজেলা	১,৫০,০০০.০০	পিআইসি
৪৬	চিকনাগুল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন/ আসবাবপত্র/মালামাল ক্রয়।	চিকনাগুল ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৪৭	বাউরভাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	জৈন্তাপুর ইউপি	২,০০,০০০.০০	পিআইসি
৪৮	আমিনা হেলালী টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের পাঠ কক্ষের সম্প্রসারণ	দরবস্ত ইউপি	৩,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৪৯	লালাখাল পর্যটন কেন্দ্রে Welcome to Lalakhal সম্বলিত লেখা এবং পাহাড়ের উপর পর্যটকদের জন্য বৈঠকখানা নির্মাণ।	নিজপাট ইউপি	৫,০০,০০০.০০	আরএফকিউ
৫০	জৈন্তাপুর উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন মেডিকেল সরঞ্জামাদি সরবরাহ	সমগ্র উপজেলা	৪,০০,০০০.০০	টেন্ডার
৫১	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন হার বৃদ্ধির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ঠদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন	সমগ্র উপজেলা	১,৫০,০০০.০০	পিআইসি
৫২	উপজেলা রোভার স্কাউটস্ট ও গালর্স গাইড উন্নয়ন ব্যয়	সমগ্র উপজেলা	১,৫০,০০০.০০	পিআইসি
৫৩	নির্মান তদারকী ও আনুষাঙ্গিক ব্যয়		৮৮,৫৫৯.০০	সরাসরি ক্রয়
		মোট টাকা	১,৫৪,৩৮,৫৫৯.০০	

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

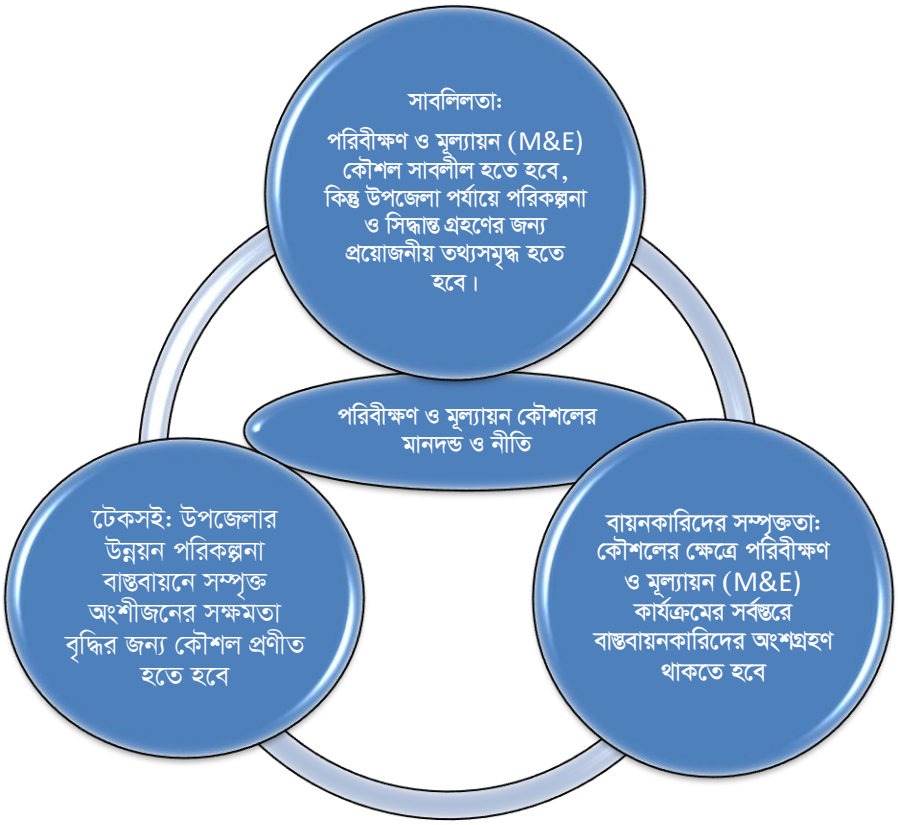
(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:



এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রেরণ করবে।